দৈনিক খবর

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 05 JUL 1989
পৃষ্ঠা 6 কলাম

হাজীগঞ্জ উপজেলার এই বিদ্যালয়টি অনুমোদন না পাওয়ায় বন্ধ

অনুমোদন না পাওয়ায় ৪০টি প্রাথমিক স্কুল বন্ধ

॥ এ এ এম হেলাল উদ্দিন ॥

চাঁদপুর জেলার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর পাশাপাশি ৯৮টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় দীর্ঘদিন ধরে সরকারীকরণের অপেক্ষায় থেকেও অনুমোদন পায়নি। এছাড়া আর্থিক সংকট, বিদ্যালয়ের জরাজীর্ণ অবস্থা, আসবাবপত্রের সংকট এবং শিক্ষকের অভাবে ৬টি উপজেলার অনুমোদিত ৯৮টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৪০টা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কার্যক্রম ইতিমধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে বিদ্যালয়গুলোর প্রায় ১০ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, চাঁদপুর সদর উপজেলয় ১০টি, হাজীগঞ্জ উপজেলায় ১১টি, মতলব উপজেলায় ২৮টি, ফরিদগঞ্জ উপজেলায় ২২টি, শাহরাস্তি উপজেলায় ৬টি ও হাইমচর উপজেলায় ২টি সরকার অনুমোদিত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এ থছাড়া কচুয়া ও ফরিদগঞ্জ উপজেলা বাদে বাকী ৫টি উপজেলায় আরো ৩৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এগুলোর নাম সরকারী খাতায় উঠেনি।

বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো ছাত্র-ছাত্রীদের বেতন ও এলাকাবাসীদের আর্থিক সাহায্যে টিকে আছে। এগুলোতে না আছে আসবাবপত্র, না আছে শিক্ষা বিষয়ক প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, ভাঙ্গা, জরাজীর্ণ টুল-টেবিল গাদাগাদি করে বসে ছাত্র-যাত্রীরা লেখাপড়া করে। জনসাধারণ ও এলাকার বিদ্যুৎসাহীদের আর্থিক সহায়তাই এ বিদ্যালয়গুলোর মূল পুঁজি। অধিকাংশ বিদ্যালয়েই নামমাত্র শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে, যারা অধিকাংশ সময়ই নিয়মিত বেতন পান না।

বেসরকারী এ সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ক্রমাগত বাড়লেও স্থান সংকুলানের ব্যবস্থা নেই। বাড়ী থেকে চাটাই এনে বা গাছ তলায় বসে বেশ কয়েকটি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাশ করতে দেখা গেছে।

বিদ্যালয়গুলোতে ছাউনি নেই। বেড়া নেই। কিছু কিছু বেসরকারী বিদ্যালয় কয়েকটি খুঁটি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শিক্ষকরাও একদিন সরকারীকরণ হবে এ আশায় বুক বেঁধে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছেন।

৪০টি বিদ্যালয়ের কার্যক্রম বন্ধ

চাঁদপুরের ৬টি উপজেলার ৪০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কার্যক্রম ইতিমধ্যেই বন্ধ হয়ে গেছে বলে জানা গেছে। এ জন্য আর্থিক সংকটই প্রধান কারণ। ফলে বিদ্যালয়গুলোতে প্রায় ১০ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। দীর্ঘদিন যাবৎ এসব বিদ্যালয় আর্থিক সংকট, আসবাবপত্র, শিক্ষকের অভাবের মধ্যেও কার্যক্রম চালিয়ে আসছিল।

এক সরেজমিন তদন্তে জানা যায়, চাঁদপুর সদর উপজেলার অনুমোদিত ১০টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৬টির কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেছে। এগুলো হচ্ছে— হামান কর্দি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মৈশাদী প্রাথমিক বিদ্যালয়, তরপুরচণ্ডী প্রাথমিক বিদ্যালয়, মধ্য আশিকাঠি প্রাথমিক বিদ্যালয়, উত্তর লালদিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় ও আরেকটি নাম জানা যায়নি।

হাজীগঞ্জ উপজেলার অনুমোদিত বেসরকারী ১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৭টির কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেছে।

২-এর পাতায় দেখুন

অনুমোদন

৬-এর পাতার পর

এগুলো হচ্ছে— পশ্চিম হাটিলা প্রাথমিক বিদ্যালয়, সর্বতারা প্রাথমিক বিদ্যালয়, মধ্য বড়কুল প্রাথমিক বিদ্যালয়, পূর্ব হরিপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়, পূর্ব গন্ধব্যপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় খাজা গরিব-ই-নেওয়াজ প্রাথমিক বিদ্যালয়, শামস প্রাথমিক বিদ্যালয় ও নোয়াপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়।

কচুয়া উপজেলার অনুমোদিত বেসরকারী ১৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৯টির কার্যক্রমই বন্ধ হয়ে গেছে,